প্রথম খণ্ড

প্রার্থনা ও উপাসনার জীবন

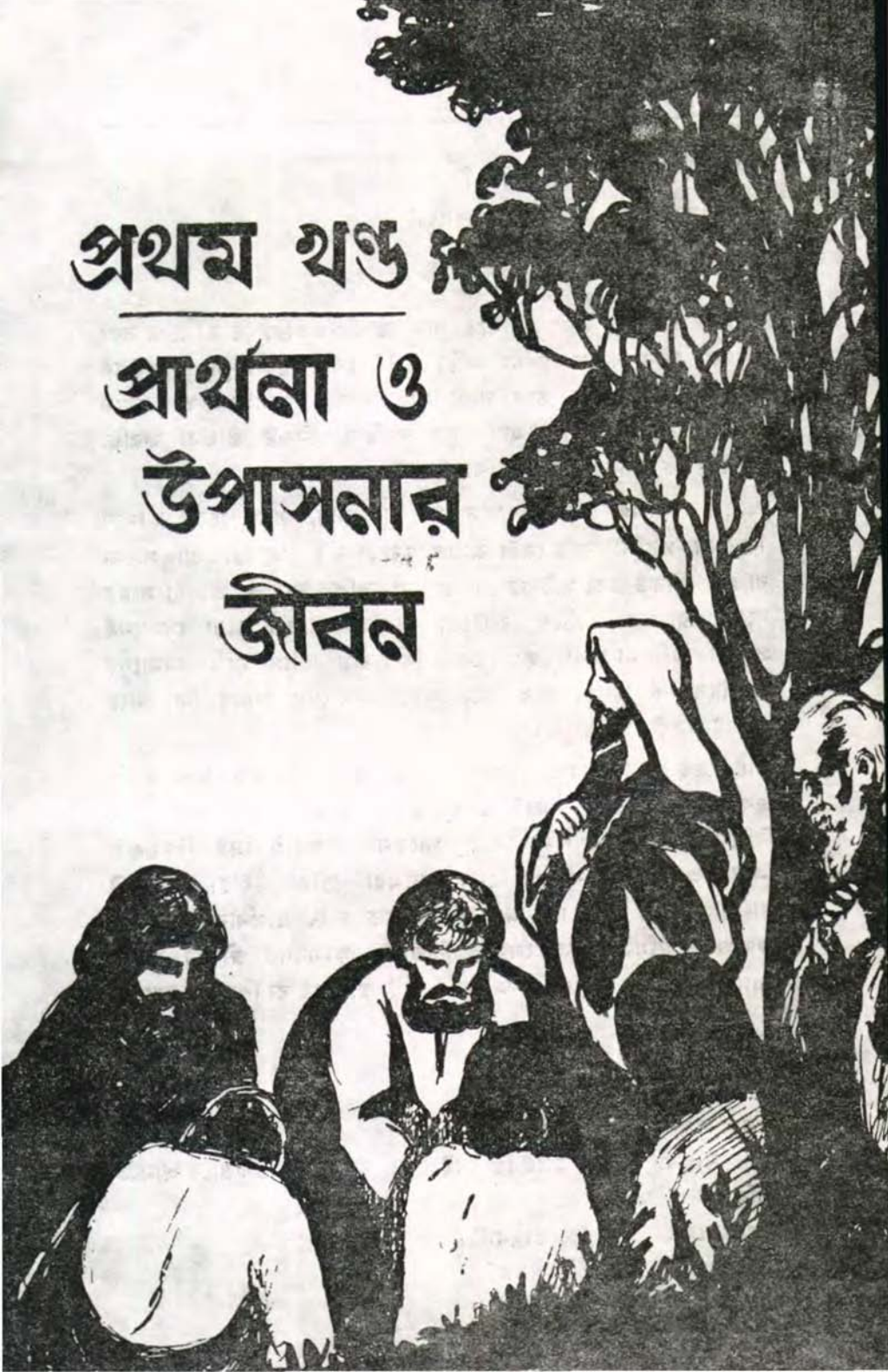

১ম পাঠ

কার কাছে প্রার্থনা করব?

"তোমরা এইভাবে প্রার্থনা কোরো"

—মথি ৬:৯ পদ।

আমরা কিভাবে এবং কোথায় বসে প্রার্থনা করি, তার চেয়ে বরং আমরা কার কাছে প্রার্থনা করি, সেটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তার সবই যদি আমরা জানতাম আর শেষে দেখতে পেতাম যে আমরা ভুল ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করছি, তাহলে কি সেটা ভয়ানক ব্যাপার হোত না?

আবার আমরা কোথায় বসে প্রার্থনা করি, তার চেয়ে আমরা কিভাবে প্রার্থনা করি সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি সঠিক ব্যক্তির নিকট এবং সঠিকভাবে প্রার্থনা করি, তাহলে আমরা ঘরের মধ্যে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, অথবা কাজের মধ্যে যেখানেই প্রার্থনা করি না কেন, তাতে কোন কিছু যায় আসে না। আমাদের চারপাশে কি আছে, তার চেয়ে বরং আমাদের অন্তরে কি আছে সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তাই, এই পাঠে আমাদের আলোচনার বিষয় একমাত্র সত্য ঈশ্বর, এবং কিভাবে তাঁর নিকট উপযুক্তভাবে প্রার্থনা করা যায়। যে বিষয়গুলিকে ঈশ্বর মূল্য দিয়ে থাকেন, আমরাও সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবো, যেন আমরা তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারি। আমরা জানতে চাই, প্রার্থনার মধ্যে যে কথাগুলি আমরা বলি, সেগুলি কিভাবে আমাদের জীবনে কাজে লাগতে পারে। আমাদের অনেক কিছুই জানবার বা শিখবার আছে।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি

যারা বলেন "ঈশ্বর নেই"

যারা বলেন "ঈশ্বর আছে কি নেই, তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না।"

যারা বলেন "ঈশ্বরকে চাইনা"

যারা বলেন "প্রকৃতিই ঈশ্বর"

যারা বলেন "আমিই ঈশ্বর"

যারা বলেন "যেকোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়"
যারা "পূর্বপুরুষদের আত্মা" বিশ্বাস করেন

ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন
তাঁর লিখিত বাক্যের দ্বারা
তাঁর জীবন্ত পুত্রের দ্বারা
তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা
প্রার্থনার বিষয় খ্রীষ্টের শিক্ষা।
গোপন এবং সরল প্রার্থনা।
সর্বদা প্রার্থনা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকদের বিভিন্ন ভুল ধারণা এবং সেগুলি কিভাবে তাদের উপাসনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, আলোচনা করতে পারবেন।

* যে সকল উপায়ে সত্য ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেগুলি খুঁজে বের করতে পারবেন।

* প্রার্থনা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা সংক্ষেপে বলতে পারবেন এবং ঐ নীতিগুলি আপনার জীবনেও কাজে লাগাতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১) মথি ৬ঃ৫-৮ পদ মুখস্থ করুন।

২) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ে যান, প্রতিটি অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। এই পাঠে এমন কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে যার থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে দাগ দিতে পারবেন।

৩) পাঠ শেষে পরীক্ষা নিন, এবং বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তর মালার সঙ্গে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

৪) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়া শেষ করে আবার এই পাঠের লক্ষ্যগুলি দেখুন। সেখানে যা বলা হয়েছে, সেগুলি যে করতে পারেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

৫) একটা নোট খাতা সঙ্গে রাখুন। পাঠের মধ্যে যে প্রশ্নগুলির উত্তর বেশ লম্বা, সেগুলি নোট খাতায় লিখুন। তাছাড়া, নতুন কোন শব্দ ও তাদের প্রয়োজনীয় অর্থও ঐ খাতায় লিখে রাখতে পারেন।

মূল শব্দাবলী ঃ

পাঠের মধ্যে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হয়তো আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না, আপনার সাহায্যের জন্য প্রত্যেক পাঠের শুরুতে ঐই রকম শব্দাবলীর একটা তালিকা দেওয়া আছে। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়তে আরম্ভ করবার আগে, প্রত্যেকবার মূল শব্দাবলী পড়ুন এবং পরিভাষা অংশে এদের অর্থ দেখুন।

অন্য কোন একটি পাঠে আপনি যদি এই শব্দগুলির মধ্য থেকে কোন একটা শব্দ পান, আর সেটির অর্থ আপনার মনে না থাকে তবে পরিভাষা দেখুন। বইয়ের সবশেষে পরিভাষা দেওয়া আছে।

অজ্ঞেয়বাদী	সর্বেশ্বরবাদী	রহস্য
সর্বপ্রাণবাদী		উদাসীন
নাস্তিক	ভ্রষ্টাচারী	
অহমবাদী	সার্বজনীনবাদী	পর্যায়ক্রমে
অপরিহার্য	উৎসর্গ	নৈবেদ্য
আতংকিত	তিরস্কার	প্রকাশ্যে
বক্তৃতা	আস্থা	পুনরুক্তি

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি

লক্ষ্য—১ ঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে সাতটি ভুল ধারণা বর্ণনা করতে পারা।

যারা বলেন "ঈশ্বর নেই"

প্রার্থনা এবং উপাসনা সম্পর্কে আলোচনার আরম্ভেই আমাদের

বলে রাখা দরকার যে, উপাসনার জন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন, যার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। উপাসনার জন্য যদি কিছুই না থাকে তবে আপনি উপাসনা করতে পারেন না। কতক লোকে বলে যে, ঈশ্বর নেই, তাই উপাসনা বা আরাধনা করবারও কিছু নেই। তারা বলে, "প্রার্থনায় কোনই লাভ নেই, কারণ তা শুনবার কেউ নেই।" এই লোকদের আমরা **নাস্তিক** বলি, কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর আছেন। এদের শাস্ত্রে "মূর্খ" বলে বলা হয়েছে। ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমান চোখের সামনে থাকলেও তারা তা দেখতে পায় না। এই মহা বিশ্বের শৃংখলা, ফুলের সৌন্দর্য, আমাদের আশ্চর্য মানব দেহ সকলেই একবাক্যে বলছে, "একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন।" একটা ঘড়ি নিজে নিজে বা আপনা আপনি তৈরী হয়েছে বলা, আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই জগত নিজেই এসেছে বলা, একই কথা।

উপযুক্ত উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। নাস্তিক প্রার্থনা করে না কারণ

ক) সে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর আছেন।
খ) ঈশ্বর আছেন কিনা সে বিষয় সে নিশ্চিত নয়।
গ) সে ঈশ্বরের বাধ্য হতে চায় না।

যারা বলেন "ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না।"

কতক লোকের অসুবিধা হোল, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তারা তা দেখতে পায় আর তারা বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। কিন্তু তারা সন্দেহ পোষণ করে এবং বলে, "আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। হয়তো একজন ঈশ্বর আছেন, হয়তো বা নেই।" এই লোকদের আমরা বলি **অজ্ঞেয়বাদী**, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, একজন ঈশ্বর যদিও থাকেন—তবুও মানুষ তাকে জানতে পারে না। তারা বলে, "শুনবার কেউ আছে কি নেই সে বিষয়ে তুমি যখন নিশ্চিত নও, তখন আবার প্রার্থনা কিসের?"

যারা বলেন "ঈশ্বরকে চাই না"

এমন অনেকে আছে যারা জানে যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তারা তাঁর বাধ্য হতে চায় না। আমরা তাদের "ভ্রষ্টাচারী" বলি, কারণ, তারা যা জানে তা গ্রহণ করতে চায় না। এই ভ্রষ্টাচারী লোকেরা প্রার্থনা করেনা, কারণ "(তাদের) কাজ মন্দ বলে তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভাল বেসেছে" (যোহন ৩ঃ১৯ পদ)। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন, এই লোকেরাও প্রার্থনা করবে। তারা পাহাড় ও পাথরগুলোকে বলবে তাদের উপর পড়ে "যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর মুখের সামনে থেকে " (প্রকাশিত ৬ঃ১৬ পদ) তাদের লুকিয়ে ফেলবার জন্য। সেই দিনটি হবে ক্রোধের ও বিচার-দণ্ডের দিন।

২) ভ্রষ্টাচারীরা প্রার্থনা করে না কেন?

যারা বলেন "প্রকৃতিই ঈশ্বর"

অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর এবং প্রকৃতি এক। তারা এমন কোন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না যিনি তাঁর সৃষ্ট জগত থেকে আলাদা। এই লোকেরা বলে যে গাছ-পালা, মেঘ, মানুষ সবই ঈশ্বর। এই লোকদের আমরা বলি **সর্বেশ্বরবাদী**। তারা বলে যে, যা কিছু ভালো তার সবই ঈশ্বর এ তাদের কত বড় ভুল! তাদের কাছে প্রকৃতিই ঈশ্বর। তাদের কাছে ঈশ্বরের কোন ব্যক্তিত্ব নেই। সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর বোবা। আপনি তার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন না, কারণ তার কথা বলার কোন শক্তি নেই। সে আপনাকে দেখতে পায়না কারণ, তার কথা বলার কোন শক্তি নেই। সে আপনাকে দেখতে পায়না কারণ, তার চোখ নেই সে আপনাকে ভালাসতে পারে না কারণ, তার হৃদয় নেই! 'ঈশ্বরই প্রেম,' বলা এক জিনিষ, আর 'প্রেম ঈশ্বর' বলা সম্পূর্ণ আর এক জিনিষ! আবার "ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত "বলা এক জিনিষ, আর" সৃষ্ট জগতই ঈশ্বর" বলা একেবারে ভিন্ন জিনিষ।

৩। সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর যা যা করতে পারে না, এমন চারটি বিষয় বলুন।

যারা বলেন "আমিই ঈশ্বর"

এই রকম লোকেরা আপনাকে বলবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার খুশিমত যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে। আর যে কোন লোকের মতামত অন্য একজনের মতামতের চেয়ে কোন দিক দিয়ে খাটো নয়। এদের আমরা অহমবাদী বলবো, কারণ তারা নিজদের ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকেই দেখেনা। কি করতে হবে, অন্য কেউ তাদের বলে দেয়, এটা তারা চায় না। যে সমস্ত বিষয় তাদের নিজেদের পছন্দসই না, সেগুলি তারা কখনই মেনে নিতে চায় না।

তাদের নিজেদের কাছে যা ভালো, তা-ই তারা ভালো বলে মনে করে। তারা কখনও প্রার্থনা করে না। করবেই বা কেন? ভাল মন্দ সম্বন্ধে তাদের নিজেদের মতামতই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ। তারা নিজেদের চেয়ে বড় ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তিকে চায় না।

৪) অহম্‌বাদীদের আচার ব্যবহারের ভিত্তি কি?

যারা বলেন "যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়"

এই ধরণের অনেক লোক আছে। এরা বলে, "তুমি কোন্ ঈশ্বরের উপাসনা কর তাতে কিছুই আসে যায় না। একজন ঈশ্বর অন্য একজর ঈশ্বরের মতই সমান ভাল (বা উৎকৃষ্ট)। যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয় "আমরা এদের বলি সার্বজনীনবাদী। তাদের বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এক একটা পথের মত, যেগুলি একই পর্বতের চূড়ার দিকে গেছে। প্রতিটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়ে যায় কিন্তু সবগুলি পথই এক যায়গায় গিয়ে মিলিত হয়। এটা একটা ভ্রান্ত শিক্ষা এবং সত্যিই বিপদজনক। যারা এই মত বিশ্বাস করে তারা আসলে বলে যে, ঈশ্বর হলেন মানুষের মনের একটা ধারণা মাত্র। তিনি জীবিত ও একমাত্র সত্য ঈশ্বর নন। কিন্তু ঈশ্বর তো ধারণা মাত্র নন। তিনি জীবিত ও সত্য ঈশ্বর। তিনি একমাত্র ঈশ্বর। তিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তিনি কে। আমরা অবশ্যই তাঁর আরাধনা করবো। তিনি কে, সে বিষয়ে আমরা এর পরের অংশে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা আরেকটি ধারণার বিষয় বলবো যা সারা পৃথিবীর অনেক লোকেই বিশ্বাস করে।

৫) যারা বলে "যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়", তাদের আমরা কি বলি? ... ...

লক্ষ্য—২ঃ যে তিনটি উপায়ে ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন সেগুলি লিখতে পারা।

তাঁর লিখিত বাক্যের দ্বারা

ঈশ্বর যিনি মানুষের সেবা এবং বাধ্যতা চান, তিনি অবশ্যই নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করবেন। একমাত্র সত্য ঈশ্বর ঠিক তাই করেছেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁকে জানতে পারি এবং আমরা তাঁর ইচ্ছা বা সংকল্পগুলিও জানতে পারি। প্রত্যেক ধর্মেই সেই ধর্মের বিভিন্ন নবী, বিভিন্ন দর্শন, আশ্চর্য কাজ, এবং সেই ধর্মের গুরুদের লেখা প্রভৃতি বিষয় দেখা যায়। সত্য ঈশ্বর এ সবই আমাদের দিয়েছেন, এমনকি নিজেকে প্রকাশের জন্য এর চেয়েও বেশী করেছেন। তিনি তিনটি উপায়ে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ও তাঁর ইচ্ছা আমাদের জানিয়েছেন। নীচের ছবিতে এই তিনটি উপায় দেখান হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

পবিত্র আত্মা

ঈশ্বর নবী (ভাববাদী) এবং প্রেরিতদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এবং তারা পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলে, তাঁর বাক্য লিখেছেন। যেখানেই লোকেরা বাইবেল বিশ্বাস করেছে এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপে গ্রহণ করেছে, সেখানেই মানুষ পরিবর্তিত হয়েছে। যখনই কোন লোক যীশুর শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তখনই তার জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সে এক নতুন ব্যক্তিতে পরিণত হয়. সে তার মন্দ পথ ছেড়ে ভাল পথে আসে বাইবেলের কথাই চিন্তা করুন না।

বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে বসে বাইবেলের কথাগুলি লিখেছিলেন, অথচ এগুলির মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে, তা এক আশ্চর্যের বিষয়। ভেবে দেখুন বাইবেল কতবার ধ্বংশ হবার বা শত্রুর দ্বারা নষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে! বাইবেল যে এক অতি আশ্চর্য বই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বই-ই ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

৭) ঈশ্বর তাঁর বাক্য লিখে রাখবার জন্য কাদের ব্যবহার করেছিলেন?

.....

তাঁর জীবন্ত পুত্রের দ্বারা

ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যীশু ৩০ বছরেরও বেশী মানুষরূপে এই পৃথিবীতে ছিলেন। "সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন" (যোহন ১ঃ১৪ পদ)। যীশু খ্রীষ্টের নিজের কথাগুলি ভাবুন। তিনি বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। রোগ ভাল করা এবং অন্যান্য আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর কথা প্রমান করেছেন। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা ভাবুন। ঈশ্বর নিঃসন্দেহে তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষরূপে যীশুর এই পৃথিবীতে আগমনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

৮) এই বাক্যকে, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে করেছেন?

.....

তার পবিত্র আত্মার দ্বারা

যখনই কোন লোক যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য গ্রহণ করে, তখনই পবিত্র আত্মা তার কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন। "পবিত্র আত্মাও নিজে আমাদের অন্তরে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান" (রোমীয় ৮ঃ১৬ পদ)। কোন লোক খ্রীষ্টে বিশ্বাস করলে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাকে এক নতুন ব্যক্তিতে পরিণত করেন। ঈশ্বর অন্যদের জন্য যা করেছেন,

আপনার জন্যেও তাই করবেন। আপনি যদি তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন। সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করুন। প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের আত্মাকে আপনার আত্মার সংগে একযোগে সাক্ষ্য দিতে দিন! আপনি যখন নিজের জীবনে তার শক্তি অনুভব করবেন, তখন আর প্রমাণের দরকার হবে না। সত্য ঈশ্বর কে, তা আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন।

৯) কোন্ আর একটি উপায়ের সাহায্যে ঈশ্বর আপনাকে জানতে দেন যে আপনি তার সন্তান?

প্রার্থনার বিষয় খ্রীষ্টের শিক্ষা

লক্ষ্য—৩ঃ যীশু তার শিষ্যদের প্রার্থনায় যে বিষয়গুলির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছিলেন তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

গোপন এবং সরল প্রার্থনা

শিষ্যরা একবার যীশুকে বলেছিল, "প্রভু, আমাদের আপনি প্রার্থনা করতে শিখান" (লুক ১১ঃ১ পদ)। কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা যিনি সবচেয়ে উত্তম প্রার্থনা করেন, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকেই আমরা ভালভাবে শিখতে পারি। তাই আসুন আমরা যীশুর কাছ থেকে শিখি।

যীশু তার শিষ্যদের বলেছেন, যেন তারা ফরীশীদের মত প্রার্থনা না করে (মথি ৬ ঃ ৫ পদ)। তারা দেখাবার জন্য সমাজ ঘরে ও রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে প্রার্থনা করতো। সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা কি দোষের? নিশ্চয়ই না! যীশু সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করবার জন্য ফরীশীদের তিরস্কার করেন নি।

তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন তারা লোকদের দেখাবার জন্য প্রার্থনা করত বলে। যীশুও সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেছেন। মানুষকে দেখাবার জন্য প্রার্থনা করাই দোষ বা ভুল।

১০) বাইবেলে মথি ৬ঃ৫—৬ পদ দেখুন। যারা গোপনে প্রার্থনা করে ঈশ্বর তাদের জন্য কি করবেন?

... ...

অনেক সময় সভা-সমিতিতে সবার পক্ষ থেকে একজনের প্রার্থনা করা ঠিক। এটা মনে হয় সবচেয়ে কঠিন ধরনের প্রার্থনা, কারণ যে প্রার্থনা করে, কেবলমাত্র সেই একজন লোকের উপরই সকলের মনোযোগ গিয়ে পড়ে। লোকেরা প্রায়ই যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেই ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করে না বরং যে প্রার্থনা করছে, সেই লোকের বিষয়ই বেশী চিন্তা করে। এর ফলে যে প্রার্থনা করছে, তার মনে অহংকার আসে। ফরীশীরা যে রকম করতো তারও সেই রকম করবার ইচ্ছা হয়। লোকদের দেখাবার বা শোনাবার জন্য প্রার্থনা করবার ইচ্ছা তার হয়।

১১) ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

প্রভু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, যেন তারা ফরীশীদের মত না হয়, কারণ ফরীশীরা প্রার্থনা করতো—

ক) প্রকাশ্যে।
খ) লম্বা লম্বা।
গ) মানুষকে দেখানোর জন্য।

কিন্তু এমন অনেকে আছেন যারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে লোকদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। তারা মানুষের অন্তর প্রভুর

দিকে ফিরাতে পারেন। প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেবার জন্য আমাদের এই রকম লোকই দরকার। বিশেষ করে পালক ও প্রচারকদের এই দানটি থাকা উচিত।

নিজেদের কথা অথবা চারপাশের লোকদের কথা চিন্তা না করে, কিভাবে আমরা প্রার্থনা করা শিখতে পারি? সবার সামনে অভ্যাস করে এ কাজটি শেখা যায় না, বরং নিজে নিজে প্রার্থনা করার দ্বারাই শেখা যায়। আরেকভাবে এটি শেখা যায়। যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একা থাকি, এবং তাঁর আত্মা একমাত্র প্রভু ছাড়া অন্য সব চিন্তাকে আমাদের অন্তর থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করেন, তখন প্রকাশ্য সভায় দাঁড়ালেও মনে হবে যেন আমরা একাকী আছি। আমরা যদিও জানি যে লোকেরা আমাদের কথা শুনছে, তবুও যীশুর কাছে কি বলছি শুধু সেই দিকেই আমাদের মন থাকবে। আর এইভাবে অনেক লোকদের মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী থাকতে শিখব।

১২) আমরা কিরূপে সভা-সমিতিতে ঠিকভাবে প্রার্থনা করা শিখতে পারি? ... ...

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ লোকেরা প্রায়ই একত্রে প্রার্থনা করেন। এইভাবে প্রার্থনা করবার মধ্যেও প্রত্যেক বিশ্বাসী নিজেকে ঈশ্বরের সংগে একাকী রাখতে পারেন। সকলে একত্রে প্রার্থনা করে খুব জ্ঞানলাভ করা যায়। অনেক সময় একত্রে প্রার্থনা করবার সময়ে লোকেরা ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি অনুভব করেন এবং তখন তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করেন ও পরভাষায় (বিভিন্ন ভাষায়) কথা বলেন। পরভাষা মানে আত্মাতে ঈশ্বরের দেওয়া এক বিশেষ ভাষায় আরাধনা করা। মানে বুঝিয়ে না দিলে এই ভাষা কেউ বুঝতে পারে না। এটি একটি আত্মিক দান, করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে আপনি এ সম্পর্কে পড়তে পারেন। এই দান পাওয়ার মত বিশ্বাস যাদের আছে, তাদের যে কেউ তা পেতে পারে। উপাসনার মধ্যে এই দানটি খুবই সাহায্য করে। আমাদের জীবনে এই কাজ হলে পর আমরা সবাই এক নুতন আশীর্বাদের ভাগি হই এবং ঈশ্বরও মহিমান্বিত হন। একা একা প্রার্থনা করলে কি হয়? যীশু আমাদের বলেছেন, ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে।

তিনি বলেছেন, আমাদের পিতা "যিনি গোপনে সবকিছু দেখেন "তিনি প্রকাশ্যে আমাদের পুরস্কার দেবেন।" (মথি ৬ ঃ ৬ পদ) এই কথাগুলি বলবার সময় যীশু একটা দরজা জানলাওয়ালা সাধারণ ঘরের কথা চিন্তা করছিলেন না, বরং আমাদের মন বা অন্তররূপ ঘরের কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। এখানে আসল বিষয়টি হোল আমরা যেন ঈশ্বরের সংগে একাকী থাকতে পারি। যে কোন স্থানেই আপনি একাকী ঈশ্বরের সংগে থাকতে পারেন। কোন কোন লোক জংগলের মধ্য দিয়ে একাকী হাঁটার সময় সবচেয়ে ভাল প্রার্থনা করতে পারেন। কেউ কেউ আবার অন্য লোকদের থেকে দূরে যে কোন একটা ঘর পছন্দ করেন। আবার কতক লোক তাদের চারপাশে লোকজন থাকলেও "একাকী" হতে পারেন। সুতরাং আসল বিষয়টি হোল **ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী হতে শিখা।**

১৩) ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে বলার দ্বারা যীশু আমাদের কোন্ দরকারী শিক্ষাটি দিয়েছেন?

... ...

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রার্থনা হোল ঈশ্বরের সংগে কথা বলা। আপনি যখন কারো সংগে দেখা করেন, তখন দুজনেরই কথা বলবার সুযোগ থাকা উচিত। আমাদের কোন কোন প্রার্থনা মোটেই একে অন্যের সংগে কথা বলার মত হয় না। মনে হয় যেন, আমরা ঈশ্বরের কাছে বক্তৃতা করছি। এই রকম প্রার্থনা খুবই দুর্বল। যে লোক একাই সব কথা বলে তার সংগে কে-ই বা দেখা করতে চায়? আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি, তার কাছে থেকে চলে যেতে চাই। আমরা তাদের সংগে কথা বলে আনন্দ পাই না। আমাদের প্রভু প্রায়ই আমাদের কাছে কিছু বলতে চান। কিন্তু আমরা তাঁকে কথা বলবার কোন সুযোগই দিই না। **ঈশ্বরের পক্ষে আমাদের কথা শোনার**

চাইতে বরং আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কথা শোনা অনেক বেশী দরকারী। তিনি জানেন না, এমন কি-ই বা আমরা তাঁকে বলতে পারি? কিন্তু একথা সত্য যে আমরা যদি কেবল ঈশ্বরের কথা শুনতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, আমাদের কত কিছু শিখবার আছে।

আমরা কিভাবে ঈশ্বরের কথা শুনতে পারি? ঈশ্বর কিভাবে আমাদের কাছে কথা বলেন? ঈশ্বরের কথা শোনবার খুব ভাল একটা পথ হোল ঈশ্বরের বাক্য সামনে নিয়ে প্রার্থনা করা। আমরা যদি বাইবেলের একটা পদ পড়ি এবং ঈশ্বরের কাছে তার মানে জানতে চাই, তাহলে ঈশ্বর আমদের অন্তরে ঐ পদটির মানে বুঝিয়ে দেবেন।

এইভাবেই ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। পবিত্র আত্মা হবেন আমাদের শিক্ষক, যিনি আমাদের শিক্ষক, যিনি আমাদের সমস্ত সত্য শিক্ষা দেন। যখনই পবিত্র আত্মা কোন একটা সত্যকে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলেন (বা বুঝিয়ে দেন), তখন আমাদের উচিত ঈশ্বরের গৌরব করা এবং ঐ সত্যটি শেখানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া। এরপর ঈশ্বর তাঁর বাক্য থেকে আবার কথা না বলা পর্যন্ত আমরা পড়া চালিয়ে যেতে পারি প্রার্থনার কি সুন্দর পথ!

১৪) প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের কথা শোনবার একটা ভাল উপায় কি?

... ...

যীশু "অর্থহীন কথার" বিষয় (মথি ৬ঃ৭ পদ) যা বলেছেন তা মনে রাখবেন। ঈশ্বর শুনতে পাননা এমন নয়। তিনি উদাসীন নন, বা তাঁকে কোন কাজ করবার জন্য জোর করতে হয় না।

তিনি প্রেমের ঈশ্বর, তাই তাঁর কাছে আবেদন করা ও তিনি যে উত্তর দেবেন, সে বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট। কখনো কখনো আমরা আমাদের বিশ্বাসের অভাব দেখাই, আমরা একই বিষয় বার বার এমনভাবে বলি যেন প্রথমবার বলবার সময় ঈশ্বর আমাদের কথা শোনেন নি। অনেক সময় আমরা আবার এমন ব্যবহার করি, তাতে মনে হয় যেন, ঈশ্বরকে কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। ঈশ্বর হলেন প্রেমের ঈশ্বর। তিনি স্বার্থপর নন বা তার অন্তর কঠিনও নয়। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে চান।

১৫) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে চান।

খ) ঈশ্বর স্বার্থপর বলে তিনি আমাদের কোন কোন প্রার্থনার উত্তর দেন না।

গ) আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন অনেক কথা ব্যবহার করা দরকার বা প্রার্থনা অনেক লম্বা হওয়া দরকার।

ঘ) ঈশ্বর চান যেন আমরা তার উপরে গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করি।

সর্বদা প্রর্থনা

লক্ষ্য—৪ঃ "সর্বদা প্রার্থনা" করবার মানে বুঝিয়ে বলতে পারা।

"ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা" করতে বলা হয়েছে আমাদের (ইফিষীয় ৬ঃ১৮ পদ)। ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৭ পদে বলা হয়েছে "সব সময় প্রার্থনা কর।" একজন লোক কিভাবে সব সময় প্রার্থনা করতে পারে?

কেবল মাত্র হাটু পেতে বসলেই প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনা এর চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধ্যান, আরাধনা, এবং ঈশ্বরের কাছে নিবেদন জানাতে কতটা সময় ব্যয় হয়, সেটাও বড় কথা নয়। প্রার্থনা এর চাইতেও বড়। প্রার্থনা হতে হবে "সর্বদা"। "সব সময়" প্রার্থনা চলবে। প্রার্থনাকে জীবন যাপনের একটি অপরিহার্য অংগ বা পথরূপে গ্রহণ করতে হবে।

তবে, এই জীবনে পৌঁছাতে হলে একাকী প্রার্থনা, প্রকাশ্য বা সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কোন বিষয় বার বার করার মধ্য দিয়ে যেমন একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে প্রার্থনার বেলায়ও তাই। যদি প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে না তোলেন, তাহলে আপনি "সব সময়" প্রার্থনা করতে পারবেন না।

প্রার্থনার জীবনকে কেবল মাত্র সময় দিয়েও মাপা উচিত না। আমাদের মন বাড়ীর কথা চিন্তা করে। অথবা, প্রার্থনার জন্য হাঁটু পেতে বসলেও, আমাদের মন রান্নাঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে শিখ্‌লে আমরা ঠিক্ পথেও চলতে পারবো। "সব সময় প্রার্থনা করা"—কথাটির দ্বারা আমরা তাই বুঝি। ঈশ্বরের বাক্য থেকে তাঁর ইচ্ছা জান্‌তে হবে এবং প্রার্থনা ও উপাসনার দ্বারা নিজেদেরকে তাঁর ইচ্ছার বশীভূত করতে হবে, যেন জীবনের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সেই ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারি।

১৬) কেবল সময়ের মাপে প্রার্থনার বিচার করা উচিৎ নয় কেন?

... ...

যীশু আমাদের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি অনেক সময় প্রার্থনা করেই কাটাতেন। তিনি উপবাস করতেন। কিন্তু কি জন্য? তাঁর নিজের চাহিদা পূরনের জন্য না, যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, তাদের উদ্ধারের জন্য? এর কোনটার জন্যই নয়। রোগীদের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল খুব ছোট ও সহজ। কেন? কারণ তাঁর সম্পূর্ণ জীবনই ছিল প্রার্থনা এবং উপাসনার জীবন। তিনি প্রার্থনায় পিতার ইচ্ছা জেনে নিয়ে সেই ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বদা চলতে পারতেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা করতেন।

১৭) রোগীদের সুস্থ্য করবার জন্য যীশুকে অনেক সময় ধরে প্রার্থনা করতে হোত না কেন?... ... ...

... ...

আমরা কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারি? মথি

৬ ঃ ৯-১৩ পদে যীশু এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো" (মথি ৬ ঃ ৯ পদ)। কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে বলতে গিয়ে যীশু যে নিয়মে পর পর বিষয়গুলি চাইতে হবে, সেই নিয়মের কথাই বলতে চেয়েছেন। অন্য কথায় আমাদের সব-চেয়ে দরকারী বিষয় গুলিই তিনি প্রথমে চাইতে বলেছেন। তাঁর শেখানো প্রার্থনায় তিনি কোন্ নিয়মে বিভিন্ন বিষয় চাইতে বলেছেন দেখুন। প্রথমে তিনি বলেছেন, তোমার নাম, তোমার রাজ্য, এবং তোমার ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয়। এই বিষয়গুলির পরে তিনি প্রার্থনা করেছেন, "আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়োনা, আমাদের রক্ষা কর। "অন্য কথায় যীশু যা বলেছেন, তা হোল, আমাদের প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের রাজ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে। "আমাদের দেও, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়োনা, আমাদের রক্ষা কর "- এইভাবে যদি আমরা প্রার্থনা আরম্ভ করি তাহলে ভুল হবে। মথি ৬ ঃ ৩৩ পদে যীশু খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও, তাহলে ঐ সব জিনিষও তোমরা পাবে।"

১৮) প্রার্থনায় যে বিষয়গুলিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে ঃ ঈশ্বরের....., ঈশ্বরের... ... ... এবং ঈশ্বরের ... ...।

যীশু যেমনভাবে প্রার্থনা করতেন সেইভাবে প্রার্থনা করতে শিখ্‌লে আমরা যীশুর মত জীবন যাপনও করতে শিখ্‌বো ঈশ্বরের রাজ্যকে আমাদের জীবনে সব কিছুর উপরে স্থান দেওয়াই হোল সব সময় প্রার্থনা করা।

যতক্ষণ নিজেদের অভাব অভিযোগগুলিকে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার চাইতেও বড় স্থান দেব, ততক্ষণ জীবনে উছোট খেতে খেতে চলবোও প্রার্থনার জন্য কত সময় দিলাম, সেটাই বড় করে দেখবো। আমরা প্রার্থনার ঘরে কত সময় কাটালাম, তা দেখবার জন্য ঈশ্বর ঘড়ি ধরে থাকেন না। ঈশ্বর আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রভু হতে চান।

১৯) আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি, তাহলে কোন্ চারটি বিষয় তিনি আমাদের দেবেন বলেছেন ? (মথি ৬ ঃ ৯-১৩ পদ দেখুন)

ক) ... ...

খ) ... ...

গ) ... ...

ঘ) ... ...

পরীক্ষা—১

পাঠটি আরেক বার দেখে নেবার পরে এই পরীক্ষাটি দিন। এই বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তর মালার সংগে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন। কোন উত্তর ভুল হলে, বিষয়টি আবার পড়ুন।

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) অজ্ঞেয়বাদীরা প্রার্থনা করে না কেন ?.....

... ...

২) ১ যোহন ৪ ঃ ১৮ পদের সেই কথাগুলি লিখুন যা "পূর্ব পুরুষদের আত্মায় বিশ্বাসী" লোকদেরকে আশার আলো দেখাবে।.....

৩) কোন একজন মানুষ যখন খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তখন তার জীবনে কি পরিবর্তন হয় ?... ... ...

... ...

৪) লূক ১১ ঃ ১ পদে শিষ্যদের অনুরোধটি লিখুন।.....

... ...

৫) প্রকাশ্য (সভা-সমিতিতে) প্রার্থনা করা কঠিন কেন ?

... ...

৬) ঈশ্বর কোন্ তিনটি উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, লিখুন।

ক) ... ...

খ) ... ...

গ) ... ...

৭) সর্বদা প্রার্থনা করা হোল ঠিকভাবে.....করতে শেখা, যেন আমরা ঠিক পথে..... পারি। এর মানে আমরা সর্বদা ঈশ্বরের.....নিজেদের ইচ্ছার উপরে স্থান দেই।

বেছে নিন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র ঠিক উত্তর আছে।

৮) সর্বেশ্বরবাদীরা বলবে যে,

ক) ঈশ্বর সকল মানুষকে ভাল বাসেন।

খ) প্রকৃতিই ঈশ্বর।

গ) তিনি একজন মংগলময় ঈশ্বর।

৯) ঈশ্বরের রব শুনবার জন্য আমরা কি করতে পারি ?

ক) আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সময় কাটাতে পারি।

খ) বারবার ঈশ্বরের বাক্য পড়া, সেগুলি নিয়ে ধ্যান করা এবং তা বুঝবার জন্য ঈশ্বরে কাছে সাহায্য চাইতে পারি।

গ) বার বার প্রভুর প্রার্থনার পুনরুক্তি করতে পারি।

১০) সব সময় প্রার্থনা করার অর্থ,

ক) প্রার্থনায় উবুড় হয়ে পড়ে থাকা।

খ) সব সময় ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করা।

গ) সব সময় অন্য সব কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করা।

মিল দেখানো/বা পাশের কথাগুলির সংগে ডান পাশের কথাগুলির মিল দেখান।

১১)—ক) যারা বলে "ঈশ্বরকে চাইনা" ১) নাস্তিক

—খ) যারা 'পূর্বপুরুষদের আত্মায়' বিশ্বাস করে। ২) অজ্ঞেয়বাদী

—গ যারা বলে "ঈশ্বর আছেন কি নাই তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না। ৩) সর্বেশ্বরবাদী

—ঘ) যারা বলে "যে কোন একজন ঈশ্বর হলেই হয়। ৪) অহমবাদী

—ঙ) যারা বলে "ঈশ্বর নাই"। ৫) ভ্রষ্টাচারী

—চ) যারা বলে "আমিই ঈশ্বর" ৬) সর্বজনীনবাদী

—ছ) যারা বলে "প্রকৃতিই ঈশ্বর" ৭) সর্বপ্রানবাদী

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

১) ক) সে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর আছেন।

২) কারণ তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবাসে।

৩) সে উত্তর দিতে, ভালবাসতে, শুনতে, অথবা দেখতে পারে না।

৪) ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তার নিজের মতামত।

৫) সর্বজনীনবাদী।

৬) কারণ তারা মৃতদের আত্মাকে ভয় করে।

৭) নবী (ভাববাদী) এবং প্রেরিতদের।

৮) যীশুখ্রীষ্ট।

৯) ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে এই সাক্ষ্য দেন যে আমরা তার সন্তান।

১০) সকলের সামনে বা প্রকাশ্যে তাঁদের পুরস্কার দেবেন।

১১) গ) মানুষকে দেখানোর জন্য।

১২) প্রথমে একাকী বা নিজে নিজে ঠিকভাবে প্রার্থনা করা শিখবার দ্বারা আমরা প্রকাশ্যে (বা-সভা-সমিতিতে ঠিকভাবে প্রার্থনা করা শিখতে পারি।

১৩) আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন পৃথিবীর অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে যেন ঈশ্বরের সংগে একাকী থাকি।

১৪) ঈশ্বরের বাক্য সামনে নিয়ে প্রার্থনা করা এবং তা বুঝবার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া।

১৫) ক) সত্য

খ) মিথ্যা

গ) মিথ্যা

ঘ) সত্য

১৬) কারণ আমরা হাটু পেতে থাকলেও আমাদের মন সর্বদা প্রার্থনা করে না।

১৭) কারণ তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলার দ্বারা সব সময় প্রার্থনা করতেন।

১৮) নাম, রাজ্য, ইচ্ছা।

১৯) ক) জাগতিক খাবার

খ) অন্যায় অপরাধের ক্ষমা

গ) পরীক্ষা থেকে উদ্ধার

ঘ) শয়তানের হাত থেকে রক্ষা।